শিল্পতত্ত্বের গোড়ার পাঠ

boobook

ইনট্রোডাকশন টু আর্ট থিওরি

সিনথিয়া ফ্রিল্যান্ড

boobook

শিল্পতত্ত্বের গোড়ার পাঠ

ভাষান্তর: শারমিন ও আলামিন

boobook

নোকতা

হার্বার্ট গারেলিক'কে

কৃতজ্ঞতা

হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই যাঁরা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পড়ে মন্তব্য করেছেন- অক্সফোর্ডের 'রিডার ৩'(পরে জানলাম মারে স্মিথ), জেনিফার ম্যাকমাহন, ম্যারি ম্যাকডোনা, এবং আমার বাবা-মা, অ্যালান ও বেটি ফ্রিল্যান্ড। মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন ক্যারোলিন কোর্সমায়ার; আর প্রফুল্ল, করিৎকর্মা, ভারি বইয়ের বোঝা বহনে ওস্তাদ ক্রিস্টি গেডিওন ছিলেন অতুলনীয় এক গবেষণা সহকারীর ভূমিকায়।

এছাড়া মূলপাঠ বা অলঙ্করণে অকৃপণ সাহায্যের জন্য অন্যদেরকেও ধন্যবাদ - রবার্ট উইকস, নোরা লাওস, ভাইয়ং ক্রনফাইড,

boobook

শেরিল উইলহাইট গার্সিয়া, জেনেট ডিক্সন, এরিখ ম্যাকিনটায়ার, লিন ব্রাউন, রোজ লঙি, অ্যান জ্যাকবসন, উইলিয়াম অস্টিন, জাস্টিন লিবার এবং এমি আয়োনি। প্রায়োগিক সহায়তা ও শৈল্পিক অভিমত দিয়েছেন আমার স্বামী ক্রিস্ট বেন্ডার।

আমি বিশেষভাবে ঋণী অক্সফোর্ডের যোগ্য সম্পাদক, শেলি কক্সের কাছে। আর আমার দর্শন-১৩৬১ কোর্সের শিক্ষার্থীদেরকেও হৃদয়গ্রাহী কৃতজ্ঞতা, যারা এই লেখার পেছনে অনেকটা গিনিপিগের ভূমিকায় ছিল - যতটুকু ধারণা করেছিলে, তার থেকেও বেশি প্রভাব তোমরা ফেলেছ! হিউস্টনের উত্তেজনাপূর্ণ শিল্পজগতের বন্ধুদেরকে অপরিসীম ধন্যবাদ, তাদের উদ্দীপনাময় প্রভাবের জন্য।

বইটি আমি উৎসর্গ করছি মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আমার নন্দনতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপক, হার্বার্ট গারেলিক'কে।

•

অনুবাদটির বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পাদনা ও প্রকাশনা সহায়তার জন্য যাদের কাছে ঋণী

রেজাউল করিম সুমন
ইতিশাম কবীর
সিরাজ সালেকীন
খেয়া মেজবা
তানিম কবির
ফারিহা মৃন্ময়ী
সৈয়দা রিজওয়ানা ত্বিষা
সন্দীপন ভট্টাচার্য

boobook

নোকতা
noktaarts.com

প্রথম নোকতা সংস্করণ
বৈশাখ ১৪২৫, মে ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
টেক্সট © শারমিন ও আলামিন
বই © নোকতা

প্রচ্ছদ ও শব্দবিন্যাস
নোকতা শিল্প বিভাগ

পরিবেশক
বাতিঘর/পাঠক সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক
মনফকিরা

১৬
রক্ত ও সৌন্দর্য
ইস্থেটিকস সোসাইটিতে এক রাত জাগরণ

৪৬
দৃষ্টান্ত ও উদ্দেশ্য
একটি তাইমাল ভ্রমণ

boobook

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ইমেজটি
জ্যাকশন পোলোকের শিল্পকর্ম
হতে গৃহীত

ISBN 978-984-90752-8-8

পাঠকের মূল্য: ৳ ২৬০ । ₹ ২৬০

সাংস্কৃতিক বিনিময় ৭৪
উদ্যান ও প্রান্তর

টাকা, বাজার, জাদুঘর ১০০

লিঙ্গ [Gender], প্রতিভা এবং গেরিলা গার্লস ১৩০

চেতনা, সৃষ্টি ও বোধশক্তি অর্থবোধ ১৫৬

ডিজিটাল রূপান্তর এবং প্রচার ২০৬
চিত্রের গণতন্ত্র

boobook

ভূমিকা

সাধারণ ভাবে শিল্পতত্ত্ব নামে অভিহিত ক্ষেত্রটির বিভিন্ন প্রসঙ্গের ওপরে লেখা এই বইটি শিল্প কী, এর মানে কী এবং কেন আমরা একে মূল্য দিই, এ সব বিষয়ে আলোকপাত করবে। আমরা এখানে বিভিন্ন শিল্পতত্ত্ব খুঁটিয়ে দেখব: প্রথা তত্ত্ব, আঙ্গিক তত্ত্ব, অনুকরণ তত্ত্ব, প্রকাশ তত্ত্ব, অবধারণ তত্ত্ব, উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব—কিন্তু ক্রমানুসারে নয়, বরং আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী।

না-হলে তা লেখা যেমন আমার পক্ষে ক্লান্তিকর হবে, পড়ার পক্ষেও তা-ই। একটি তত্ত্ব শুধুমাত্র সংজ্ঞার্থই নয়, তার থেকেও বেশি কিছু—এটি মূলত এমন এক কাঠামো যা পর্যবেক্ষিত কোনো ঘটনার সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা সরবরাহ করে। অর্থহীন এবং ভারি-ভারি শব্দের মাধ্যমে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির চেয়ে বরং একটি তত্ত্বের উচিত বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ স্পষ্ট করে তোলা। এর উচিত মৌলিক নীতিসমূহ থেকে নির্মিত একগুচ্ছ পর্যবেক্ষণকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সমন্বয় সাধন করে সংগঠিত করা। কিন্তু শিল্পের উপাত্তসমূহ এতই বৈচিত্র্যময় যে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। যে-কোনো তত্ত্বসাপেক্ষে শিল্প হিসেবে গণ্য হবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে অনেক আধুনিক শিল্পকর্মই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। এখানে আমার কৌশল হল উপযুক্ত তত্ত্ব নিয়ে হাজির হবার অসুবিধাকে প্রকাশ করে শিল্পের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যে আলোকপাত করা। আবার তত্ত্বসমূহের ব্যবহারিক পরিণামও রয়েছে—যাকে আমরা মূল্য দিই (বা অপছন্দ করি), তার দিকে পথনির্দেশ; এবং আমাদের ধীশক্তিকে যেমন, তেমনি নতুন প্রজন্মকে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

এই বইয়ের জন্য উপাত্তবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হল, আমাদের পরিভাষা 'শিল্প', অনেক সংস্কৃতি বা যুগে এমনকি প্রযোজ্যই ছিল না। শিল্পীদের চর্চা এবং ভূমিকা বিস্ময়কর ভাবে যৌগিক ও অধরা। প্রাচীন এবং আধুনিক উপজাতির মানুষেরা শিল্পকে আর্টিফ্যাক্ট অথবা প্রথা থেকে আলাদা করে দেখে না। মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানেরা ঠিক 'শিল্প' তৈরি করেনি, বরং ঈশ্বরের সৌন্দর্য অনুকরণ ও তা উদ্‌যাপনের চেষ্টা করেছিল। ধ্রুপদী জাপানি নন্দনতত্ত্বে উদ্যান, তলোয়ার, ক্যালিগ্রাফিক স্ক্রল অথবা টি সেরিমনির মতো বিষয়ও শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা আধুনিক পশ্চিমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত।

প্লেটোর পরবর্তী কালে অনেক দার্শনিকই শিল্প এবং নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক তত্ত্ব হাজির করেছেন। আমরা এখানে তাঁদের কয়েকজনকে বিশদ ভাবে পর্যবেক্ষণ করব, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন মধ্যযুগীয় মহীরুহ টমাস আকুইনাস,

প্রসঙ্গকথা

boobook

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিমূর্ত শিল্পের আত্মপ্রকাশের সময়ে জনতা এই নতুন আঙ্গিককে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিল, কারণ পূর্ববর্তী যুগের শিল্প থেকে এ সব ছিল একেবারেই আলাদা। ক্রমে এর বৈচিত্র্যময় পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে এবং গত শতকের প্রায় মধ্যভাগ থেকে শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে; কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শিল্পতাত্ত্বিকেরা

একে সংজ্ঞায়িত করার কোন চেষ্টা না-করে বরং এর অসম্ভাব্যতাকে তুলে ধরে আক্ষেপ করতে থাকেন এবং বিমূর্ত আঙ্গিকের কাজ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

নন্দনতত্ত্বের অধ্যাপকেরা সাধারণত শিল্পের চেয়ে শিল্পের দর্শনেই বেশি মনোযোগী হয়ে থাকেন, কিন্তু হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফ্রিল্যান্ড সমকালীন শিল্পজগৎ সম্পর্কে একই সাথে গভীর ভাবে অনুরাগী ও আগ্রহী। ২০০১ সালে প্রকাশিত তার But is it Art? বইটি ২০০৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাদের চলমান A very short introduction সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করে Art Theory শিরোনামে প্রকাশ করে। শিল্পের দর্শন বিষয়ক ভূমিকা হলেও অধ্যাপক ফ্রিল্যান্ড এতে তত্ত্বের আবরণে সাতটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে কিছু বহুলপরিচিত কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে তার পেছনের ধারণা এবং অনুমিতিগুলোকে তাঁর উপলব্ধ সমকালীন শিল্পজগতের বিপরীতে স্থাপন করে পরীক্ষা করেছেন, এবং কোন্ ধরনের কাজ শিল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্য ও কেন, সে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যদিও বিস্তৃত পরিসর থেকে তিনি তার উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু স্বল্পপরিধিতে এই বিপুল বিষয়ের আলোচনায় তিনি অবধারিত ভাবেই এমন কিছু বিস্ময়কর তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন যা নিছক সাদাকালো উপমায় পর্যবসিত হয়েছে; এবং উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত অনেক প্রশ্নই শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগেই আলোচনার আকস্মিক দিক পরিবর্তনের কারণও সম্ভবত এটাই। প্রদত্ত যুক্তির গভীরতা ও ব্যাপ্তিও তাই বইয়ের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক রূপ নিয়েছে।

এ ছাড়াও, রক্ত ও প্রথার আন্তঃসম্পর্ক এবং সমকালীন শিল্পে, বিশেষত পারফর্মেন্স আঙ্গিকে এর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মত; আধুনিকোত্তর শিল্পের অভিঘাতপূর্ণ চরিত্র বিষয়ে তাঁর অবস্থান; ওয়ারহলের অভিনবত্বের দার্শনিক ন্যায্যতা সম্পর্কে আর্থার ডান্টো-কে সমর্থন; সাংস্কৃতিক সংযোগ ও বিনিময়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রভাব, সাম্রাজ্যবাদী মোহের বাণিজ্যিক সম্পূরণ এবং বর্ণ সংকরায়ণের মাধ্যমে চিত্র রূপায়ণের পদ্ধতি; ভাষার উপযোগিতা ও

অভীষ্টের সাথে শিল্পের লক্ষ্যকে তুলনা করে একে সীমাবদ্ধ করা, পাশাপাশি অবধারণ তত্ত্বের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ অবস্থান; ভবিষ্যৎমুখী প্রযুক্তিসমূহের আভিজাত্যপূর্ণ চরিত্রকে অস্বীকার; সর্বোপরি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত মতের অনুগামী না হবার জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। তবে ফ্রিল্যান্ড নিজেকে দার্শনিক হিসেবে দাবি করে তার পরিপ্রেক্ষিতের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট না হয়ে বরং পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরে বলেছেন যে তিনি শিল্প বিষয়ে গভীর মনোযোগী 'আমেরিকান সোসাইটি ফর ইস্থেটিকস'-এর একজন সদস্য মাত্র।

তবে বইটি এক সুনির্দিষ্ট পাঠকশ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে লেখা, তাই উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা একে অসফল করেনি। সমকালীন শিল্পজগতের জটিল গোলকধাঁধায় প্রবেশের ভূমিকা হিসেবে বইটি যথেষ্ট উপযোগী এবং সুসংবদ্ধ। বৈচিত্র্যময় ও পরস্পরবিরোধী দুর্ভেদ্য নমুনার মোকাবিলায় দর্শকের মনের সরল প্রশ্নও যে কার্যকর হাতিয়ারের ভূমিকা পালনে সক্ষম, তা এখানে উঠে এসেছে। সম্পূর্ণ নতুন কোন দর্শন উপস্থাপনে অপারগ হলেও বইটি বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের উত্থাপন করেছে যা ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। আর সাবলীল ও সহজবোধ্য লেখনী শিল্পের ইতিহাস ও তত্ত্বে নবাগতদের জন্য সম্ভবত সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের এই তুচ্ছ প্রয়াসে গুরুত্বারোপ করে একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ করার জন্য নোকতা-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শারমিন ও আলামিন
রাঙ্গামাটি, ২০১৮।

রক্ত ও সৌন্দর্য

boobook

ইস্থেটিকস সোসাইটিতে এক রূঢ় জাগরণ

‘আমেরিকান সোসাইটি ফর ইস্থেটিকস’-এর সম্মেলনের এক সকালে, ঘুম ভেঙে আমরা কয়েকজন একটি ঘরে ইতস্তত জড়ো হয়ে ‘সমকালীন শিল্পে রক্তের নান্দনিকতা’ বিষয়ক ভিডিও ও স্লাইডগুলো দেখে একরকম ঝাঁকুনি খেলাম। আমরা রক্ত দেখলাম মায়ান রাজাদের এবং অভিষেক অনুষ্ঠানে আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান যুবকদের। দেখলাম মালিতে মূর্তির উপর রক্ত ঢালতে

আর বোর্নিয়ো-তে বলি-কৃত জল-মহিষ থেকে তা ছিটকে আসতে। কিছু রক্ত ছিল সাম্প্রতিক সময়ের এবং আমাদেরই আশেপাশে। পারফর্মেন্স-শিল্পীরা বালতি-ভর্তি রক্ত বইয়ে দিয়েছেন, আবার ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত ঝরেছে ওরলাঁর ঠোঁট থেকেও, যিনি পাশ্চাত্য শিল্পের বিখ্যাত সুন্দরীদের মতো হতে চেয়ে প্লাস্টিক সার্জারি করে নিজেকে পুনরায় সাজাচ্ছেন। প্রায় প্রত্যেকেরই বিতৃষ্ণা তৈরি হবার মতো কিছু-না-কিছু দেখা গেল।

শিল্পে কেন এত রক্ত ব্যবহৃত হয়েছে? একটি কারণ হলো, রঙের সাথে এর আকর্ষণীয় সাদৃশ্য। তাজা রক্তের আছে চকচকে দৃষ্টিনন্দন বর্ণ। রক্ত পৃষ্ঠতলে লেগে থাকে, ফলে এ দিয়ে আপনি আঁকতে বা নকশা করতে পারেন (আদিবাসী তরুণদের চামড়ায় এর উজ্জ্বল, আড়াআড়ি দাগাঙ্কিত নকশাসমূহ 'সৃষ্টিমুহূর্তে'র আদিরূপকে আহ্বান করে)। রক্ত হলো মানবনির্যাস—ড্রাকুলা এটি শুষে নিয়ে জীবন্মৃত সত্তা তৈরি করে। রক্ত পবিত্র বা মহৎ হতে পারে, যেমন শহিদের বা সৈনিকের রক্ত। আবার চাদরে রক্তের দাগ কুমারিত্ব হারানো ও সাবালকত্বে উত্তরণ নির্দেশ করে। রক্ত কলুষিত এবং 'বিপজ্জনক'ও হতে পারে, যেমন সিফিলিস বা এইডস-বাহী রক্ত। স্পষ্টতই, রক্ত অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং প্রতীকী অনুষঙ্গের আহ্বায়ক।

• Palenque- মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি মায়ান নগর-রাষ্ট্র (প্রাচীন নাম 'লাকামহা'), যা সপ্তম শতকে সমৃদ্ধি লাভ করে।

boiBook

রক্ত ও প্রথা

কিন্তু 'প্রাচীন' প্রথাগুলোর মতো আধুনিক (শহুরে, প্রযুক্তিনির্ভর, উন্নত বিশ্বের) শিল্পেও কি রক্ত একই অর্থ প্রকাশ করে? কিছু মানুষ প্রথা হিসেবে শিল্পতত্ত্বের প্রবর্তন চান, তাঁরা বলেন—সমষ্টিগত বিশ্বাস-কাঠামোতে সংযুক্তির মাধ্যমে সাধারণ বস্তু বা কর্মকাণ্ডও প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করে। পালেংকের• জনতার সামনে যখন মায়ান রাজা তাঁর নিজের শিশ্ন ছিদ্র করে রক্ত ঝরিয়ে তা দিয়ে তিন বার চিকন নল এঁকেছিলেন, তখন

তিনি জীবন্মৃতদের দেশে যোগাযোগ স্থাপন করার এক সন্ন্যাসী-সুলভ ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। কিছু শিল্পীও শিল্পকে প্রথার অনুরূপ অর্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে চান। এই এইডসের যুগে সম্ভবত ব্যথার ভূত ঝাড়তে ডায়মান্ডা গালাস তাঁর 'প্লেগমাস'-এ গীতিনাট্যনির্ভর জাদুবিদ্যা, আলোকসজ্জা এবং পিচ্ছিল রক্ত একত্র করেন। গুপ্ত উপাসনা এবং রহস্য-নাট্যের ভিয়েনিজ প্রতিষ্ঠাতা হেরমান নিটশে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ওয়াইন তৈরি এবং পশুর রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি আনুষ্ঠানিক ভাবে সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বিশোধনের অঙ্গীকার করেন। এ বিষয়ে আপনি সব কিছু পড়তে পারবেন তাঁর ওয়েবসাইট www.nitsch.org-এ।

এ ধরনের প্রথা ইউরোপীয় ঐতিহ্যে পুরোপুরি অপরিচিত নয়—এর দুটি প্রধান জাতি জুডেও-খ্রিস্টান* এবং গ্রেকো-রোমানে* প্রচুর রক্তপাত আছে। ইয়াহওয়ে (বাইবেলের জিহোভা) হিব্রুদের সাথে তাঁর চুক্তির অংশ হিসেবে বলি দাবি করেছিলেন এবং আগামেমনন* ইব্রাহিমের মতোই নিজের সন্তানের গলায় ছুরি চালাবার দৈব নির্দেশের মুখোমুখি হয়েছিলেন। যিশুর রক্ত এতটাই পবিত্র যে আজ অব্দি বিশ্বাসী খ্রিস্টানেরা পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ তা প্রতীকী অর্থে পান করে থাকে। পাশ্চাত্য শিল্পে সব সময়ই এই সব পৌরাণিক এবং ধর্মীয় কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে: হোমারের নায়কেরা পশুবলির মাধ্যমে দৈব আনুকূল্য লাভ করেছে, এবং ফ্রেডি ক্রুগার-এর

Judaeo-Christian- জুডাইজম এবং খ্রিস্টীয় ধর্মের অভিন্ন উৎপত্তিস্থল বা এদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও আদান-প্রদান বিষয়ক আলোচনায়, অথবা এই একীভূত ঐতিহ্যের অনুসারী গোষ্ঠীকে বোঝানোর ক্ষেত্রে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

Greco-Roman- গ্রেকো-রোমান বলতে সাধারণত ওইসব ভৌগলিক অঞ্চল বা দেশকে বোঝানো হয় যেগুলো ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের সংস্কৃতি, ভাষা, সাংবিধানিক কাঠামো ও ধর্মের সাথে সরাসরি এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

Agamemnon- ইলিয়াডের অন্যতম প্রধান এক চরিত্র। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী তিনি ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের মাইসিনি রাজ্যের রাজা, যিনি ট্রোজান যুদ্ধে গ্রীকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

boobook

'আ নাইটমেয়ার অন এম স্ট্রিট'-এর চেয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপেক্ষাকৃত বড় স্তূপ দেখা যায় লুকান ও সেনেকানের ট্র্যাজেডিতে। রেনেসাঁর ছবি যেমন দেখিয়েছিল রক্ত অথবা শহিদের ছিন্নমস্তক; তেমনি শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি সাধারণত অসিযুদ্ধ এবং ছুরিকাঘাত দিয়েই সমাপ্ত হয়।

প্রথা হিসেবে কোনো শিল্প-তত্ত্বকে যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে, যেহেতু শিল্পের সঙ্গে অনেক সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত জমায়েত বা গোষ্ঠী সম্পর্কিত থাকে; যা আচারানুষ্ঠান, অঙ্গভঙ্গি এবং শিল্প-নিদর্শন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতীকী মূল্য সৃষ্টি করে। বিশ্বের অনেক ধর্মীয় প্রথাতেই সমৃদ্ধ বর্ণ, নকশা এবং নানা আড়ম্বর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রথা-তত্ত্ব আধুনিক শিল্পীদের অদ্ভুত ও চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়, যেমন—যখন একজন পারফর্মেন্স-শিল্পী রক্ত ব্যবহার করেন। প্রথায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য, উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা এবং সাদৃশ্য হলো মুখ্য; প্রথা গোষ্ঠীর সাথে ঈশ্বর বা প্রকৃতির যথাযথ সম্পর্ককে জোরদার করে সঙ্কেতের মাধ্যমে, যেটি সবাই জানে এবং বোঝে। কিন্তু আধুনিক দর্শক যখন একজন আধুনিক শিল্পীর কাজ উপভোগ করতে আসেন, তখন সমষ্টিগত বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ নিয়ে অথবা কী ঘটবে তার পূর্বজ্ঞান নিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশ করেন না। থিয়েটার, গ্যালারি বা কনসার্ট হলের প্রেক্ষাপটে, বেশির ভাগ আধুনিক শিল্পেই ব্যাপ্তিশীল গোষ্ঠী-বিশ্বাসের জোরদার পটভূমির অভাব রয়েছে, যে-পটভূমি বিশোধন, ত্যাগ বা দীক্ষা ইত্যাদি শর্তকে অর্থবহ করে। দলের অংশীদারত্ব অনুভব করা তো পরের কথা, দর্শকরা কখনো-কখনো প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গ্যালারি ছেড়ে পালান। এমন ঘটেছিল মিনিয়াপোলিসে, যখন এইচআইভি পজিটিভ-পারফর্মেন্স শিল্পী রন আথে মঞ্চে তাঁর এক সহ-শিল্পীর মাংস কেটে রক্তে ভেজা কাগজের তোয়ালে দর্শকদের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। শিল্পীরা যদি শুধু তাক লাগাতে চায় (বিশেষত বুর্জোয়া শ্রেণিকে), তবে আর্ট ফোরামের লিখিত শিল্পের সর্বশেষ ধরনকে মেরিলিন ম্যান্সনের মঞ্চে পশুবলি দেওয়ার মতো শয়তানোচিত প্রথার সাথে জড়িত পারফর্মেন্স থেকে পৃথক করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

অপ্রিয় সত্যটি এই যে, রক্ত সমকালীন শিল্পে অর্থপূর্ণ অনুষঙ্গ গঠন করে না, তবে বিনোদন ও মুনাফা বাড়ায়। শিল্পজগৎ এক প্রতিযোগিতামূলক জায়গা, যেখানে অভিঘাতের মূল্যসমেত, সম্ভাব্য যে-কোনো কৌশলই শিল্পীরা ব্যবহার করতে প্রস্তুত। জন ডিউই, ১৯৩৪ সালে তাঁর 'আর্ট অ্যাজ এক্সপেরিয়েন্স' বইটিতে নির্দেশ করেন, বাজারের প্রভাবসাপেক্ষে শিল্পীদের অবশ্যই নতুনত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হবে:

> 'শিল্প-কারখানা যান্ত্রিক রূপ নিয়েছে কিন্তু একজন শিল্পী গণ-উৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক ভাবে কাজ করতে পারেন না... 'আত্মপ্রকাশে'র এক বিচ্ছিন্ন কারণ বা উদ্দেশ্য হিসেবে নিজেদের কাজে ডুবে থাকাকে তাঁরা আবশ্যক মনে করেন। অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের প্রবণতাকে বিবেচনার বাইরে রাখতে গিয়ে প্রায়শই তাঁরা বাধ্য হন তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে খামখেয়ালের পর্যায়ে নিয়ে যেতে।'

boobook

'ব্রিট প্যাক'• শিল্পী ডেমিয়েন হার্স্ট, যিনি ১৯৯০ সালে ফর্মাল ডিহাইডের জারে মৃত হাঙর, ফালি-করা গরু বা ভেড়ার ভীতিপ্রদ কিন্তু উচ্চ-কারিগরিসমৃদ্ধ প্রদর্শনী করে বিতর্কের ঢেউ তুলেছিলেন, নিজের কুখ্যাতিকেই তিনি সফলতায় রূপান্তরিত করেছেন লন্ডনে তাঁর জনপ্রিয় ফার্মাসি রেস্টুরেন্টের মাধ্যমে। কল্পনা করা কঠিন কেমন করে হার্স্টের পোকাভর্তি পচনশীল মাংসের প্রদর্শনী খাবারের ব্যবসায়ে তাঁর ভাবমূর্তিকে সাহায্য করেছিল—কিন্তু খ্যাতির গতিবিধি আসলে রহস্যময়।

• Brit Pack- ১৯৯০ এর দশকের ইয়ং ব্রিটিশ আর্টিস্ট গোষ্ঠীর শিল্পীদের বোঝাতে অনেক সময় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কিছু চরম কুখ্যাত শিল্পকর্মও মানবশরীর ও শারীরিক তরলের চমকপ্রদ উপস্থাপনের কারণে সাম্প্রতিক দশকে বিতর্ক বা আলোড়ন তৈরি করেছে। ১৯৯৯ সালে ব্রুকলিন মিউজিয়াম অব আর্টে অনুষ্ঠিত 'সেনসেশন' প্রদর্শনীতে সবচেয়ে বিতর্কিত শিল্পকর্মে (ক্রিস ওফিলির 'ভার্জিন মেরি') এমনকি হাতির মলও ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৮০-র দশকের শেষদিকে 'ইউএস ন্যাশনাল

‘দ্য ফিজিকাল ইম্পসিবিলিটি অব ডেথ ইন দ্য মাইন্ড অব সামওয়ান লিভিং’ (১৯৯১)-এর বিশাল শার্কটির মতো গ্লাস-কেসে আবদ্ধ প্রাণীদের কাজ দিয়ে ‘ইয়ং ব্রিটিশ আর্টিস্ট’র ডেমিয়েন হার্স্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এন্ডাওমেন্ট ফর দ্য আর্টস’-এর (NEA) তহবিল বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল যখন শরীর অনুপ্রবিষ্ট ও প্রকাশিত হয় এবং শিল্পে রক্ত, মূত্র আর বীর্য নতুন ভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আন্দ্রেস সেরানোর ‘পিস ক্রাইস্ট’ (১৯৮৭)